ভূমিকা

কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরতলীর 'ষোলশহরে' জন্মগ্রহণ করেন । উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের সন্তান হওয়ায় শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিভার বিকাশ ঘটতে দেখা যায় । সেই প্রতিভার প্রথম স্ফূরণ ঘটে তাঁর চিত্রাঙ্কণের মাধ্যমে । পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয় সাহিত্যিক প্রতিভা, শৈশবে ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ের দেওয়াল পত্রিকা 'ভোরের আলো' সম্পাদনার মাধ্যমে যে যাত্রার শুরু ।

পরিণত বয়সে লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত 'নয়নচারা' গল্পের মাধ্যমে। (অপরিণত বয়সে লেখা 'সীমাহীন এক নিমেষে' গল্পের কথা বাদ দিলে) একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবে তিনি তাঁর পরিচয় প্রথম গল্পেই দিয়ে দিয়েছিলেন। কালক্রমে তিনি যে একজন সমাজ-সজ্ঞান মনোবাস্তবতার লেখক হয়ে উঠবেন পূর্ব্বাশা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থে সে ইঙ্গিত ছিল । খুব অল্প বয়সে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও তাঁর লেখার পরিধি খুব বিস্তৃত ছিল না । সমগ্র জীবনকালে তিনি মাত্র তিনটি উপন্যাস, দুটি ছোটগল্পগ্রন্থ, তিনটি নাটক, দুটি ইংরেজি উপন্যাস এবং কিছু অনুবাদ ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন যার সবগুলো তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে দেখে যেতে পারেননি । তবুও তাঁর অমূল্য প্রতিভা তাঁকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেছে । আমি আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কথাসাহিত্যকে এক ভিন্ন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছি । গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে সমগ্র বিষয়কে আমার তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ মতো ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে নিয়েছি । অধ্যায়গুলো হল-'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবন ও সাহিত্য-পারস্পরিক সম্পর্ক', 'মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন', 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব', 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি', 'ভাষাশৈলী' এবং 'সামগ্রিক মূল্যায়ন' ।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবন ও সাহিত্য পারস্পরিক সম্পর্ক' হতেই স্পষ্ট এ অধ্যায়ে আমরা লেখকের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছি । কারণ একজন সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মের সমগ্রটাই কল্পনার ভিত্তিভূমিতে রচনা করেন না ।সেখানে কল্পনার প্রাধান্যের পাশাপাশি বাস্তবের ভিত্তিভূমিও বজায় থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পনা এবং বাস্তব এ দুয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্যকর্ম । তাই প্রথম অধ্যায়ে আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল, পারিবারিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক প্রতিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষার প্রকৃতি সমস্তই তুলে ধরেছি। কারণ একজন লেখকের ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠার পেছনে এর ভূমিকা অপরিসীম । এই লক্ষ্যেই আমরা এ অধ্যায়ে দেখিয়েছি কীভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, স্থান, তাঁর সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে । এছাড়া তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে যে বা যারা প্রভাবিত করেছেন তাদের কথা এবং তাঁরা ঠিক কীভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে প্রভাবিত করেছেন তার কথা আমরা এ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি ।

গবেষণা কর্মের দ্বিতীয় অধ্যায় 'মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন' । এ অধ্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতিকে কীভাবে এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন তা বিশ্লেষণ করেছি । কারণ সমগ্র ওয়ালী সাহিত্যের এক মূল উদ্দেশ্য তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) দরিদ্র কৃষিজীবি, শ্রমজীবি বাঙালি মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। ব্যবহারিক ধর্মাচরণে আস্থা না রাখলেও একজন বাঙালি মুসলমান হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্ মুসলমানদের স্বাতন্ত্র, তাদের জীবনচর্যার একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভালোবাসতেন । তাই তিনি সমসাময়িক সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তারকারি বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে নিয়ে না লিখে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজকে নিয়ে লিখেছেন ।

ব্যক্তিগতভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে ছিলেন এক উচ্চবিত্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত সন্তান । তাই তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যেমন উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারের দৈনন্দিন জীবনকে তুলে ধরতে পেরেছেন তেমনি অনায়াস দক্ষতায় তুলে ধরেছেন মুসলিম সমাজের তথাকথিত নিচু শ্রেণির লোকেদের চিত্র । তিনি তাঁর অধিকাংশ গল্প এবং উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত-শ্রেণির একঘেয়ে বৈচিত্রহীন জীবন, মুসলমান সমাজের জাতিভেদ

প্রথা, বহুবিবাহপ্রথা, তথাকথিত বনেদী মুসলমানের অর্থহীন অহংকার, কৃষিজীবি মুসলমানের নির্ভার জীবন, শিক্ষিত মুসলমান যুবকের দিশাহীন জীবন, মুসলমান নারীদের বন্দি জীবন, জাহাজের সারেংদের কঠোর জীবন -সর্বোপরি ব্যক্তির অন্তর্জীবনের জটিলতা-যা বাঙালি মুসলমান সমাজের একান্তই নিজস্ব চিত্র তার সব কিছুই আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন, যে জগৎ এতকাল বাঙালি পাঠকের কাছে লুক্কায়িত ছিল । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই আমরা এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি । আবার এই চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কোথায় তিনি সফল আর কোথায়-ই বা তিনি ব্যর্থ হয়েছেন সে বিষয়ের উপরেও আমরা এ অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর শিক্ষাগ্রহণের সমস্ত পর্যায়ই স্বদেশে কাটালেও তাঁর পড়াশোনার পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত । দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত সব লেখকের যে সমস্ত বই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তার অধিকাংশ গ্রন্থই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পড়া ছিল । এছাড়া কর্মসূত্রে তিনি তাঁর শেষ জীবনের ২১ টি বছর প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জীবন কাটিয়েছেন । স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশের সাহিত্য কাছ থেকে পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন ।শুধু সাহিত্য পাঠই নয় প্রতীচ্যের বহু খ্যাতনামা লেখকের সংস্পর্শেও তিনি এসেছিলেন । যেমন- প্যাট্রিক হোয়াইট, ম্যাক্স ফিস, ইভান গল, ডোরিস লেসিং, হাইনরিশ বোয়েল, গ্রহাম গ্রীণ, স্টেফেন স্পেডার, সিরিল কনোনী, জন স্টানবেক, ই.এম. ফস্টার, সল বেল্লো, ব্লাদিমির নভোকভ, কম্পটন ম্যাকেন্জি, এলেজো কায়পেন্টিয়ার, আয়ানেস্কো, আর্তুরো ক্যামাসো রামিরেজ, হলিও কোর্তাজার, হুয়ান সারিনেল্লো, ক্লদসিসো, জর্জ এড়ুয়ার্ডস, গেব্রিয়েল মার্কেজ, ক্লদ লেভি স্ট্রস, রোলা বার্থ, জাঁ লাফা পোল্ড সংখোর, বার্টিন ভালসরয়, অক্টাভিও পাজা, পাবলো নেরুদা, আদ্রে মালবো, লুই অরাগ, জাঁ পল সাত্রে, জাঁ বার্ক প্রমুখ । তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতীচ্যের বহু খ্যাতনামা লেখকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের তৃতীয় অধ্যায় ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব’-এ দেখিয়েছি প্রতীচ্যের কোন্‌ কোন্‌ লেখকের প্রভাব ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে কোথায় কীভাবে পড়েছে । যেমন ফ্রান্স কাফকার ‘দি ট্রায়াল’ এবং ‘কাঁদো নদী কাঁদো’-র ঘটনাবলির মধ্যে কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে দর্শনগত বিচারে জাঁ পল সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভেয়ার, ভার্জিনিয়া উলফের চেতনাপ্রবাহরীতি এবং জীবনের কিমিতিবাদী স্বভাব ও আত্মহত্যার প্রসঙ্গে আলবেয়ার কাম্যুর প্রভাবের প্রসঙ্গও এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি । তবে

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে শুধুমাত্র প্রতীচ্যের বিভিন্ন লেখক এবং রচনারীতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য শুধু তুলে ধরিনি সেই সঙ্গে সে সাদৃশ্য কতটা অনুকরণ আর কতটা অনুসরণ হয়ে থেকেছে তাও আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি ।

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি'-তে ওয়ালীসাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির ধারায় উল্লেখযোগ্য লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ ।এই ধারার লেখকদেরই এক সার্থক উত্তরসূরি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ । তবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহনা'-য় খগেনবাবুর যে ক্রমবর্ধমান চেতনার বিকাশ, সমগ্রকে ধারণের যে অসাধারণ অন্তঃশীলতা সেখানে প্লুস্ত, জয়েস, উলফ চেতনাপ্রবাহরীতির প্রমুখ বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকের নাম কার্যত অপ্রাসঙ্গিক নয়। এদিক থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ব্যতিক্রমী। তাঁর সেই ব্যতিক্রমধর্মীতাই আমরা এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি । তিনি তাঁর চেতনাপ্রবাহধর্মী গল্প বা উপন্যাসে প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাঙালি মুসলমানের বিচিত্র, অদেখা, অজানা জনজীবনকে ।আরেফ আলী, সাকিনা কিংবা কুমুরডাঙ্গার অপরাপর বাসিন্দাদের সকলেই আমাদের অতি পরিচিত পরিবেশে লালিত চরিত্র । এরা সকলেই আমাদের চেনা জগতের বাসিন্দা । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাস বা ছোটগল্প বস্তুত তাদেরই আভ্যন্তরীণ নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি । প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ অন্যান্য লেখকদের মত চেতনাপ্রবাহরীতির কোন সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকেননি । তিনি তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে স্বসংস্কৃতি, স্বকাল এবং স্বভূমিকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন । যা তাঁর চেতনাপ্রবাহরীতির এক অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে চেতনাপ্রবাহরীতির ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই স্বাতন্ত্রকেই আমি আমার চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি ।

আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'ভাষাশৈলী' । আমরা জানি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প, উপন্যাস এবং নাটকসহ সৃজনশীল গদ্য সাহিত্যের সব কয়টি শাখার মধ্যেই যে বৈশিষ্ট্যটি পাঠকের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল তাঁর ভাষারীতি । প্রকরণগত ক্ষেত্রে শব্দকৌশল এবং চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহারের দ্বারা তিনি তাঁর ভাষার স্বাতন্ত্র বৃদ্ধি করেছেন। ভাষাশৈলী-তে তাঁর সেই নিজস্বতাকেই আমরা বিস্তারিতভাবে পাঠকের সামনে এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। যেহেতু গ্রাম এবং গ্রামীণ সমাজকে অবলম্বন করেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর

সাহিত্যের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছেন তাই তাঁর ভাষাও সেই গ্রামীণ, লোকজ, সাধারণ জীবনে ব্যবহৃত শব্দভান্ডারে পরিপূর্ণ । আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত সেই সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, তাদের বৈশিষ্ট্য, সার্থকতা সবই এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি ।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সর্বশেষতম অধ্যায় 'সামগ্রিক মূল্যায়ন' । এ অধ্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কে এক দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে । সার্বিকভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্থান বাংলা সাহিত্যের ঠিক কোথায় তা আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় । এছাড়াও সমগ্র রচনাবলীর আধারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ একজন লেখক হিসেবে কতটা উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন তা আমরা এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি ।

আমরা আমাদের গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেছি এক বস্তুবাদী ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে । গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমি যে বানান ব্যবহার করেছি তা 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত 'সংসদ বানান অভিধান'-কে অনুসরণ করে । প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে । এবং সবশেষে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে আমরা যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছি সে সকল গ্রন্থের নাম গ্রন্থপঞ্জিতে তুলে ধরা হয়েছে ।